কোস্ট ট্রাস্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। তারিখ: ১৩ জুলাই, ২০২০ খৃস্টাব্দ।

প্রতি : নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে সংস্থার সকল কর্মী (সংশোধিত)

হতে : উপ-নির্বাহী পরিচালক

বিষয় : সংস্থার অফিসিয়েল কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বাতিল এবং কোভিড-১৯ এর উপসর্গ বা আক্রান্ত হলে সেই কর্মীর দায়িত্ব পরিবার নেয়া এবং কোভিড-১৯ এ গুরুতর আক্রান্তকালীন চিকিৎসা খরচ সংস্থা থেকে অগ্রিম গ্রহণ করা প্রসঙ্গে।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আপনাদের সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানাচ্ছি যে, সংস্থা কোভিড-১৯ এর উপসর্গ বা আক্রান্ত কর্মীদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। তাই নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ আপনাদের বরাবরে উপস্থাপন করা হলো:

১. ইতিপূর্বে সংস্থার বিভিন্ন অফিসকে কোভিড-১৯ এর জন্য কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছিল। কিন্তু এতে অন্য কর্মীরা ভয়ে থাকেন বা অন্য কর্মীর মাঝে রোগটি ছাড়ানোর আশংকা থাকে। তাই এ সার্কুলারের মাধ্যমে সকল অফিস-কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বাতিল করা হলো। অর্থাৎ সংস্থার কোন অফিসই এখন থেকে আর কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হবে না।

২. সংস্থার কোনো কর্মী কোভিড-১৯ এর লক্ষণ বা আক্রান্ত হলে অন্য কর্মী তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে ভয় পান বা অপারগতা প্রকাশ করেন। তাই অসুস্থ্য হলে পরিবারের কে তাকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সংস্থার কোন কর্মী অসুস্থ্য কর্মীর দেখভালের দায়িত্ব নিতে পারবেন না। তিনি বাড়ি গিয়ে নিজ দায়িত্বে করোনা টেস্ট করাবেন এবং টেস্ট পজিটিভ হলে নিজ দায়িত্বে সরকারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে রিপোর্ট করবেন। এখানে আরও উল্লেখ থাকে যে, এমন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী সার্বক্ষনিকভাবে তার খবরাখবর নেবেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

৩. করোনার টেস্ট ও চিকিৎসা খরচ সংস্থা বহন করবে কিন্তু এর জন্য অফিস থেকে কোন অগ্রিম দেয়া হবে না। তবে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে কোন কর্মীকে যদি সরকারী আইসোলেশন সেন্টার বা হাসপাতাল (সরকারী বা প্রাইভেট) এ ভর্তি হতে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে তিনি অফিস থেকে প্রয়োজনীয় অগ্রিম গ্রহণ করতে পারবেন। আইসোলেশন সেন্টার বা হাসপাতালে অবস্থানকালীন সময়ে চিকিৎসা খরচসহ তাকে অফিস খরচে ফল/ফুট্স ইত্যাদি, একটি পত্রিকা এবং একটি রেডিও ও পাল্স ওক্সিমিটার (ফেরৎযোগ্য) সরবরাহ করা হবে।

৪. কোভিড-১৯ লক্ষণ নিয়ে কোন কর্মী বাড়ি এবং আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশন সেন্টারে বা হাসপাতালে যাওয়া আসার জন্য যথাযোগ্য যানবাহন কর্তৃক যাতায়ত খরচ সংস্থা বহন করবে। আইসোলেশন সেন্টার বা হাসপাতাল অসুস্থ্য কর্মীর আত্মীয় বা সেবাদানকারীর থাকা-খাওয়ার ও যাতায়ত খরচও সংস্থা বহন করবে।

৫. করোনার চিকিৎসা শেষ করে চিকিৎসা ও অন্যান্য বিল জমা দেয়ার পর এগুলো কেন্দ্রীয় অফিস থেকে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সাপেক্ষে বিল প্রদান করা হবে।

৬. প্রত্যেক অফিস প্রধান তার অধিনস্থ কর্মীদের এ নির্দেশনাসমূহ জানানো নিশ্চিত করবেন এবং তারা যেন তা পালন করেন তাও নিশ্চিত করবেন।

৭. এ সার্কুলারটি অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে এবং এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত বা পরামর্শ থাকলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

এ ব্যাপারে আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

ধন্যবাদসহ

সনত কুমার ভৌমিক

অনুলিপি
নির্বাহী পরিচালক
সকল পরিচালক
অফিস কপি